তফসিল

[ধারা ৩৯(২) দ্রষ্টব্য]

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সংবিধি

১। **সংজ্ঞা।-** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই সংবিধিতে -

(ক) ''আইন'' অর্থ খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৫;

(খ) ''একাডেমিক কাউন্সিল'' অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল;

(গ) ''কর্তৃপক্ষ'', ''অধ্যাপক'', ''সহযোগী অধ্যাপক'', ''সহকারী অধ্যাপক'', ''প্রভাষক'', ''কর্মকর্তা'' ও ''কর্মচারী'' অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী;

(ঘ) ''সিন্ডিকেট'' অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট।

২। **বাছাই কমিটি ।-** (১) অধ্যাপক এবং সহযোগী অধ্যাপক নিয়োগের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথা :-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন শিক্ষাবিদ;

(গ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত সিন্ডিকেটের একজন সদস্য;

(ঘ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত একজন বিশেষজ্ঞ (বিষয়ভিত্তিক) সদস্য;

(ঙ) বিভাগীয় প্রধান (যদি তিনি অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন হন);

(চ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত উহার একজন সদস্য।

(২)সহকারী অধ্যাপক এবং প্রভাষক নিয়োগের জন্য নিমবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথা :-

(ক) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত ১(এক) জন বিশেষজ্ঞ;

(গ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত ১(এক) জন বিশেষজ্ঞ;

(ঘ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত উহার একজন সদস্য;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডীন;

(চ) বিভাগীয় প্রধান (যদি তিনি অন্যূন সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন হন)।

(৩)কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য নিমবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথা :-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) ট্রেজারার;

(গ) যে পদে কর্মকর্তা নিয়োগ করা হইবে সেই পদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত ১(এক) জন বিশেষজ্ঞ;

(ঘ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন বিশেষজ্ঞ সদস্য;

(ঙ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন ডীন।

(৪) কর্মচারী নিয়োগের জন্য সংবিধি দ্বারা বাছাই কমিটি গঠিত হইবে।

(৫) কোন বাছাই কমিটির মনোনীত কোন সদস্য ২ (দুই) বৎসর মেয়াদে সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, তাহার মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাহার উত্তরাধিকারী স্থলাভিষিক্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি নিজ পদে বহাল থাকিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, পদাধিকারবলে বাছাই কমিটিতে নিয়োজিত কোন সদস্য কেবল তাহার স্বপদে বহাল থাকা পর্যন্ত বাছাই কমিটির সদস্য পদে নিয়োজিত থাকিবেন।

(৬) বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদে নিয়োগদান করিবে।

(৭) যদি বাছাই কমিটির সুপারিশের সহিত সিন্ডিকেট একমত নাহয় তাহা হইলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য বিষয়টি চ্যান্সেলর সমীপে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৮) বাছাই কমিটি বিশেষ যোগ্যতাসম্পন প্রার্থীকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের বিষয়ে সিন্ডিকেটের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবে।

(৯) সিন্ডিকেটের পূর্বানুমোদনক্রমে, ভাইস-চ্যান্সেলর সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান বা শাখা প্রধানের সুপারিশের ভিত্তিতে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক বা শাখা প্রধানের পদ ব্যতীত অন্যান্য পদের ক্ষেত্রে সাধারণত: অনূর্ধ্ব ৬(ছয়) মাসের জন্য অস্থায়ী নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবেন।

৩। সম্মানসূচক ডিগ্রি। - কোন ব্যক্তিকে সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদানের জন্য কোন প্রস্তাব একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক সিন্ডিকেটের নিকট প্রেরিত হইলে এবংসিন্ডিকেট প্রস্তাবটি অনুমোদন করিলে উহা চ্যান্সেলরের নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করা হইবে এবং চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রস্তাবটি অনুমোদিত হইলে সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদান করা যাইবে।

৪। পরিচালক (গবেষণা)।- (১) ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা ও গবেষণা প্রশাসনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ একজন শিক্ষক সিন্ডিকেট কর্তৃক ২(দুই) বৎসরের জন্য পরিচালক (গবেষণা) নিযুক্ত হইবেন।

(২) পরিচালক (গবেষণা) এর দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

৫। ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা।- (১) ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার নিম্ন নহেন এইরূপ একজন শিক্ষক সিন্ডিকেট কর্তৃক ২(দুই) বৎসরের জন্য একজন ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা নিযুক্ত হইবেন। তাহার অধীনে এক বা একাধিক ছাত্র কল্যাণ কর্মকর্তা থাকিবে।

(২)ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা ভাইস-চ্যান্সেলরের নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া ছাত্রদের শৃংখলা এবং শিক্ষা সহায়ক বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ও তত্ত্বাবধান এবং সার্বিক কল্যাণ বিধান করিবেন।

(৩)ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টার অন্যান্য দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

৬। পরিচালক (বহিরাঙ্গন কার্যক্রম)।- (১) ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা ও গবেষণা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ একজন শিক্ষক সিন্ডিকেট কর্তৃক ২(দুই) বৎসরের জন্য পরিচালক (বহিরাঙ্গনকার্যক্রম) নিযুক্ত হইবেন।

(২) পরিচালক (বহিরাঙ্গন কার্যক্রম) এর দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

৭। প্রক্টর।- (১) ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ একজন শিক্ষক সিন্ডিকেট কর্তৃক ২(দুই) বৎসরের জন্য প্রক্টর নিযুক্ত হইবেন।

(২) প্রক্টরের দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে, তবে মূলত ছাত্র সংক্রান্ত বিষয় ইহাতে প্রাধান্য পাইবে।

৮। প্রভোস্ট।- (১) ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার নিমেণ নহেন এইরূপ একজন শিক্ষক সিন্ডিকেট কর্তৃক ২(দুই) বৎসরের জন্য প্রভোস্ট নিযুক্ত হইবেন।

(২)প্রভোস্ট ভাইস-চ্যান্সেলরের নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া আবাসিক হল প্রশাসনের নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩)ছাত্রাবাসে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির সরবরাহ ও সঠিক ব্যবস্থাপনা, সিট বরাদ্দ এবং মানসম্মত খাবার সরবরাহের প্রতি যত্নবান হইবেন।

(৪)প্রভোস্টের অন্যান্য দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

৯। সহকারী প্রভোস্ট।- (১) ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সহকারী অধ্যাপক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ একজন শিক্ষক সিন্ডিকেট কর্তৃক ২(দুই) বৎসরের জন্য সহকারী প্রভোস্ট নিযুক্ত হইবেন।

(২)সহকারী প্রভোস্ট প্রভোস্টের নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া আবাসিক হল প্রশাসনের প্রভোস্টকে সাহায্য ও সহযোগিতা করিবেন।

(৩)সহকারী প্রভোস্টের অন্যান্য দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১০। ডীন।- (১) ডীন অনুষদের শিক্ষা কার্যক্রম বিষয়ক নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন।

(২)অনুষদের অধ্যাপকগণের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পালাক্রমে ভাইস-চ্যান্সেলর সিন্ডিকেটের অনুমোদনক্রমে ২(দুই) বৎসর মেয়াদের জন্য ডীন নিযুক্ত করিবেন।

(৩)কোন ডীন পর পর ২(দুই) মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হইতে পারিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন অনুষদে ১(এক) জন মাত্র অধ্যাপক থাকেন তাহা হইলে সেইক্ষেত্রে এই উপ-অনুচ্ছেদের বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(৪)অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে ডীনের পদ শূন্য হইলে ভাইস-চ্যান্সেলর ডীন পদের দায়িত্ব পালনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৫)অনুষদের অন্তর্গত যে কোন বিভাগ বা ইনস্টিটিউটের শিক্ষা সম্পর্কিত যে কোন কমিটির যে কোন সভায় ডীন উপস্থিত থাকিতে এবং সভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন তবে তিনি ঐ কমিটির সদস্য না হইলে তাঁহার ভোটাধিকার থাকিবে না।

১১। বিভাগীয় প্রধান।- (১) প্রত্যেক শিক্ষা বিভাগের একজন বিভাগীয় প্রধান থাকিবেন।

(২) বিভাগের অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যপকগণের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পালাক্রমে ভাইস-চ্যান্সেলর ২(দুই) বৎসর মেয়াদের জন্য বিভাগীয় প্রধান নিয়োগ করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন বিভাগে কোন অধ্যাপক বা সহযোগী অধ্যাপক না থাকেন সে ক্ষেত্রে আবর্তন পদ্ধতিতে সিনিয়রদের মধ্য হইতে বিভাগীয় প্রধান নিয়োগ করা যাইবে।

(৩) পর পর ২(দুই) মেয়াদের জন্য কোন ব্যক্তি বিভাগীয় প্রধাননিযুক্ত হইতে পারিবেন না :

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন বিভাগে কেবল একজন অধ্যাপক বা সহযোগী অধ্যাপক থাকেন তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে এই উপ-অনুচ্ছেদের বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) বিভাগীয় প্রধান সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রমের যাবতীয় ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধান করিবেন এবং এই সকল ব্যাপারে তিনি ডীনের নিকট দায়ী থাকিবেন।

১২। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের দায়িত্ব।- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের দায়িত্ব হইবে

(ক)মানসম্মত পদ্ধতি ও শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষা দান করা;

(খ)গবেষণা পরিচালনা, নির্দেশনা এবং তত্ত্বাবধান করা;

(গ)বহিরাঙ্গন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা;

(ঘ)বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি, পাঠক্রম ও পাঠ্য উপকরণ প্রণয়ন, পরীক্ষাসমূহ পরিচালনা, গ্রন্থাগার এবং অন্যান্য পাঠ্যক্রমিক ও সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম সংগঠনে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা দান করা;

(ঙ)ছাত্রদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে পরামর্শদান ও ছাত্রদের পাঠ্যক্রম অতিরিক্ত কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান করা;

(চ)দেশ গঠনে অবদান রাখা;

(ছ)সিন্ডিকেট ও ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

১৩। আর্থিক সুবিধা।- (১) কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব সফলতার সহিত সম্পাদনের স্বীকৃতিস্বরূপ অনর্জিত বেতন বৃদ্ধি প্রদান করা যাইবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল দায়িত্বের জন্য আর্থিক সুবিধা প্রদান করা যাইবে সেই সকল দায়িত্বের মধ্য হইতে একসঙ্গে একাধিক দায়িত্ব কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রদান করা যাইবে না।

১৪। আনুতোষিক।- (১) কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অন্যূন ৫(পাঁচ) বৎসর কিন্তু ১০ (দশ) বৎসরের কম চাকুরী করার পর চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ করিলে বা পদ অবলুপ্তির কারণে তাহার চাকুরীর অবসান ঘটিলে বা তাহার মৃত্যু হইলে, তাহাকে বা তাহার পরিবারকে তিনি যত বৎসরের চাকুরী করিয়াছেন উহার প্রতি পূর্ণ বৎসরের জন্য তাহার সর্বশেষ বার্ষিক মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ আনুতোষিক হিসাবে প্রদান করা হইবে।

১৫। অবসর।- (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বৎসর বয়স পূর্তিতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী ৬০ (ষাট) বৎসর বয়স পূর্তিতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

১৬। অবসর ভাতা।- কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অন্যূন ১০(দশ) বৎসর চাকুরী করার পর অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ করিলে অথবা তাহার মৃত্যু হইলে বা পদ অবলুপ্তির কারণে তাহার চাকুরীর অবসান ঘটিলে অনুরূপ ক্ষেত্রে কোন সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী সম্পর্কে সরকার সময় সময় অবসর ভাতার যে হার নির্ধারণ করে সেই হারে তাহাকে বা, তাহার মৃত্যু হইলে, তাহার পরিবারকে অবসর ভাতা প্রদান করা হইবে।

১৭। সাধারণ ভবিষ্য তহবিল।- (১) বিশ্ববিদ্যালয় উহার শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য একটি সাধারণ ভবিষ্য তহবিল গঠন করিবে এবং শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর বিধান মোতাবেক উক্ত তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন।

(২) সরকার কর্তৃক উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল সম্পর্কে প্রণীত বিধিমালা প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১৮। কল্যাণ তহবিল, ট্রাস্টি বোর্ড ও তহবিল ব্যবস্থাপনা। - (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ তহবিল, অতঃপর কল্যাণ তহবিল বলিয়া উল্লিখিত, নামে একটি তহবিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঠিত হইবে এবং উক্ত তহবিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাঁহাদের পরিবারের কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-অনুচ্ছেদ (২) অনুসারে যে সকল ব্যক্তি কর্তৃক কল্যাণ তহবিলে চাঁদা প্রদানের প্রয়োজন নাই তাহারা, বিশেষ কারণে কোন ক্ষেত্রে ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক কোন সুবিধা বা মঞ্জুরী প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত না হইলে, উক্ত তহবিল হইতে কোন সুবিধা বা মঞ্জুরী লাভের অধিকারী হইবেন না।

(২)বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিনা বেতনে ছুটিকালীন সময় ব্যতীত কর্মরত থাকাকালীন সকল সময়ের জন্য মাসিক ভিত্তিতে কল্যাণ তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন, তবে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক কোন চাঁদা প্রদেয় হইবে না, যথা:-

(ক)শিক্ষকগণের ক্ষেত্রে ৬৫ (পঁয়ষট্টি) এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ক্ষেত্রে ৬০ (ষাট) বৎসরের বেশী বয়সে কোন ব্যক্তি নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে সেই ব্যক্তি;

(খ) সরকার কর্তৃক প্রেষণে নিয়োজিত ব্যক্তি;

(গ) খন্ডকালীন বা চুক্তিভিত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তি;

(ঘ) অস্থায়ী ভিত্তিতে অথবা ছুটিজনিত শূন্য পদে নিয়োজিত ব্যক্তি;

(ঙ) সরকার বা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইতে পেনশনভোগী ব্যক্তি।

(৩) কল্যাণ তহবিলে চাঁদা প্রদানের হার হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) শিক্ষক, মূল বেতনের ১%;

(খ) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা, মূল বেতনের ১%;

(গ) তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী, মূল বেতনের ০.২৫%;

(ঘ) চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, মূল বেতনের ০.১২৫% :

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাস্টি বোর্ড সময় সময় সিন্ডিকেটের সম্মতিক্রমে উক্ত হার পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(৪) নিম্নবর্ণিত উৎসগুলি হইতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে কল্যাণ তহবিল গঠিত হইবে, যথা :-

(ক) শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মাসিক বেতন বিল হইতে তহবিলের চাঁদা হিসাবে আদায়কৃত অর্থ;

(খ)বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(গ)সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ)সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে দেশী বা বিদেশী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(ঙ)কল্যাণ তহবিলের অর্থ বিনিয়োগের ফলে প্রাপ্ত মুনাফা এবংসুদসহ সকল আয়।

(৫)কোন তফসিলি ব্যাংকে কল্যাণ তহবিলের নামে একটি হিসাব খাত খুলিয়া তহবিলের সকল অর্থ উক্ত হিসাবে জমা করিতে হইবে।

(৬) ট্রাস্টি বোর্ড হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এক বা একাধিক ব্যক্তি ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও তৎকর্তৃক আরোপিত কোন শর্ত থাকিলে উহা সাপেক্ষে, উক্ত হিসাব হইতে টাকা উত্তোলনসহ উহা পরিচালনার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন করিবেন; তহবিলের টাকা প্রতি মাসের প্রথমার্ধে উক্ত হিসাবে জমা করিতে হইবে।

(৭) ট্রেজারের প্রতি অর্থ বৎসরে কল্যাণ তহবিলের সুবিধাভোগীগণকে প্রদেয় অর্থের সম্ভাব্য পরিমাণ আনুমানিক হিসেবের ভিত্তিতে নির্ধারণ করিবে এবং উক্ত পরিমাণ অর্থ সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করিতে হইবে; এই বিনিয়োগ

বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে হইবে, তবে কোন সিকিউরিটিতে কী পরিমাণ অর্থ কী শর্তে বিনিয়োগ করা হইবে উহা ট্রাস্টি বোর্ড নির্ধারণ করিবে।

(৮) ট্রেজারার অর্থ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে তহবিলের সকল অর্থের হিসাব-নিকাশ সুস্পষ্টভাবে রক্ষণ করিবেন এবং উক্ত হিসাব-নিকাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য হিসাব-নিকাশের ন্যায় একই সঙ্গে সরকারি নিরীক্ষকগণ কর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে, তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তহবিলের হিসাব-নিকাশের প্রাক-নিরীক্ষা করিতে পারিবে।

(৯) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক কল্যাণ তহবিল পরিচালিত হইবে, যথা :-

(ক)ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ)সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত সিন্ডিকেটের ১ (এক) জন সদস্য;

(গ)ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন সদস্য;

(ঘ) রেজিস্ট্রার; এবং

(ঙ) ট্রেজারার, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(১০)কল্যাণ তহবিল হইতে আর্থিক মঞ্জুরী পাওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বা তাহাদের পরিবারবর্গের দাবী মিটানো, মঞ্জুরী অনুমোদন এবং তহবিলের অর্থ ও অন্যান্য সম্পদের যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যয়সহ প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক, সকল কাজ করিবার বা করাইবার ক্ষমতা ট্রাস্টি বোর্ডের থাকিবে; এবং ট্রাস্টি বোর্ড আইন, ইহার অধীন প্রণীত অন্যান্য বিধান এবং এই সংবিধি অনুসারে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

(১১) ট্রাস্টি বোর্ডের সভা বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(১২) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে তহবিল হইতে আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান করা যাইবে, যথা :—

(ক)বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী দৈহিক বা মানসিক বৈকল্যের কারণে চাকুরীচ্যুত হইলে, তাহাকে, অথবা তাহার মৃত্যু হইলে, তাহার পরিবারকে;

(খ)চাকুরীতে থাকাকালে কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীরমৃত্যু হইলে, তাঁহার পরিবারকে;

(গ)কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বয়স ৬০ (ষাট) বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তিনি অবসর গ্রহণ করিলে এবং তিনি ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়কাল চাকুরী করিয়া থাকিলে, তাহাকে বা তাহার পরিবারকে;

(ঘ)শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণের জন্য কল্যাণকর হয় এমন যে কোন উদ্দেশ্যে, যাহা ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে,

(অ)এইরূপ আর্থিক মঞ্জুরী অনধিক ১০ (দশ) বৎসর মেয়াদের জন্য প্রদেয় হইবে অথবা উক্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী জীবিত থাকিলে যে তারিখে তাহার বয়স ৬০ (ষাট) বৎসর পূর্ণ হইবে সেই তারিখ পর্যন্ত এই দুইয়ের মধ্যে যে মেয়াদ কম হয় সেই মেয়াদের জন্য;

(আ) কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী আর্থিক মঞ্জুরী আংশিকভাবে উত্তোলন করিবার পর মৃত্যুবরণ করিলে যেইদিন তিনি উক্ত মঞ্জুরী প্রথম উত্তোলন করিয়াছিলেন সেইদিন হইতে উক্ত ১০ (দশ) বৎসর মেয়াদ গণনা করা হইবে; এবং

(ই)কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবার যাহাতে এই উপ-অনুচ্ছেদের অধীন আর্থিক মঞ্জুরীর সুবিধা গ্রহণ করিতে পারেন তদুদ্দেশ্যে তিনি চাকুরীতে বহাল থাকাকালেই ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ছকে বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারিবেন এবং উক্ত মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ পরিবারের পক্ষ আর্থিক মঞ্জুরী গ্রহণ করিতে পারিবেন; এবং কোন ক্ষেত্রে এইরূপ মনোনয়ন না থাকিলে ট্রাস্টি বোর্ড এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(১৩) এই অনুচ্ছেদ অনুসারে যে সকল বিষয় ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃকনর্ধারিত হইবে সেই সকল বিষয়ে এবং এ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে ট্রাস্টি বোর্ড লিখিত আদেশ দ্বারা প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৯। **কর্তৃপক্ষের সভার কোরাম।-** অন্য কোনভাবে কর্তৃপক্ষের সভার কোরাম নির্ধারণ করা না হইলে, প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের সভায় উহার মোট সদস্য সংখ্যার একতৃতীয়াংশের উপস্থিতি দ্বারা সংশ্লিষ্ট সভার কোরাম হইবে এবং এ ব্যাপারে প্রত্যেক ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা হিসাবে গণনা করা হইবে।

২০। **সংবিধির ব্যাখ্যা।-** এই সংবিধির কোন বিধানের ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিলে বিষয়টির উপর সিন্ডিকেটের প্রতিবেদনসহ উহা চ্যান্সেলরের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং এতদ্‌বিষয়ে চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।